যুগান্তর

তারিখ ... 29 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

তিন তদন্ত কমিটির কাছে তথ্য

পুলিশের সামনেই ভস্মীভূত হয়েছে এমসি কলেজ হোস্টেল

সিলেট ব্যুরো

তদন্তে নিয়োজিত তিনটি কমিটির কাছে অনেক তথ্য। এমসি কলেজ হোস্টেল কারা পুড়িয়েছে, সে বিষয়টিও অনেকটা স্পষ্ট হয়ে আসছে ক্রমেই। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পুলিশের সামনেই সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। যদিও পুলিশের দায়িত্বশীলরা বিষয়টি অস্বীকার করে চলেছেন। পুলিশ, ছাত্রাবাস কর্তৃপক্ষ ও কলেজ কর্তৃপক্ষ দায় চাপানোর চেষ্টা করছে একে অন্যের ঘাড়ে। কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ধীরেশ চন্দ্র সরকার দাবি করছেন, ক্যাম্পাসে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ঘটলে হল সুপাররা বিষয়টি আমাকে অবগত করেন। তারা ফোন করার পর আমি পুলিশকে অবগত করি। এর আগে হল সুপাররাও পুলিশকে ঘটনার কথা জানায়। সংঘর্ষ-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের আগেই পুলিশ ঘটনাস্থলের পাশে রাস্তার গেটে অবস্থান নেয়। সংখ্যা কম হওয়ায় আমি শাহপরান থানার ওসি এনামুল মনোয়ারকে পুলিশ বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করি। তার পরও পুলিশের সামনেই এমন ঘটনা ঘটে। এমসি ছাত্রাবাসের তৃতীয় ব্লকের হল সুপার প্রভাষক জামাল উদ্দিন জানান, ঘটনার দিন মাগরিবের আজানের আগেই আমরা পুলিশকে ক্যাম্পাস পরিস্থিতির বিষয়টি জানিয়েছি। আমরা সাহায্য চাওয়ার পরও মাত্র ২-৩ জন পুলিশ পাঠানো হয়। সংঘর্ষ-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের আগেই পুলিশ ক্যাম্পাসে পৌঁছে। তাদের সামনেই বিবদমান দুই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয় হলদুয়োতে। এমসি কলেজের চতুর্থ ব্লকের হল সুপার ও সহকারী অধ্যাপক বশির আহমদ বলেন, সংঘর্ষের শুরুতেই পুলিশকে জানানো হয়। তারা ২-৩ জন এসে গেটে অবস্থান নেয়। পুলিশ হোস্টেল : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

হোস্টেল : ভস্মীভূত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আসার পর সংঘর্ষ-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পুলিশ শুরুতর আহত উজ্জ্বলকে এগিয়ে দিতেও যায়নি। তবে অগ্নিকাণ্ডের সময় ক্যাম্পাসে বিবদমান দুটি ছাত্র সংগঠনের কারা ছিল তা তিনি বলতে চাননি। এদিকে শাহপরান থানার ওসি এনামুল মনোয়ার দাবি করছেন, প্রধাক্ষ ও হল সুপাররা পুলিশকে সময়মতো ঘটনার কথা জানাননি। হল সুপার বশির আহমদ আহত ছাত্র উজ্জ্বলকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হলে পুলিশকে ফোন করেন।

তদন্ত কমিটি সূত্র জানায়, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসকে বারবার ফোন করা হলেও তারা অনেক দেরিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে। পৌঁছানোর পর ফায়ার সার্ভিসের লোকজন তাদের পানি সংকটের কথা জানায়। পানির ব্যবস্থা হলে তারা পাইপ সংকটের কথা বলে। ফোন করার পর দেরিতে যাওয়া, পানি সংকট ও পাইপ সংকট— এসব করতে করতেই আগুনে ভস্মীভূত হয় ঐতিহ্যবাহী এমসি কলেজ হোস্টেল। তাছাড়া হল সুপার বশির আহমদ তদন্ত কমিটিকে বলেছেন, তিনি ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া সংঘর্ষ ও উজ্জ্বলের ওপর হামলা চলাকালে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। এ সময় আশ্রয় নেন অপর হল সুপার জামাল উদ্দিনের বাসায়। পরে পরিবার-স্বজনদের রক্ষায় নিজ বাসায় ফেরেন। পুলিশের দাবি, হল সুপার বশির ততক্ষণও ঘটনার কথা পুলিশকে অবগত করার প্রয়োজন বোধ করেননি। অপরদিকে হল সুপার বশির আহমদ দাবি করছেন, তিনি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে অবহিত করেছেন।